প্রথম আলো

তারিখ ০৯ MAY 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ২০১১ সালের প্রশ্নপত্রে ২০১৩ সালে এইচএসসির পরিসংখ্যান পরীক্ষা

২০১১ সালের প্রশ্নপত্রে ২০১৩ সালের এইচএসসির পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা নেওয়ার ঘটনায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের গঠিত তদন্ত কমিটি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং নতুন করে ৬৬ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। সোমবার দুপুরে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে ওই প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং পরীক্ষা কমিটি দায়িত্ব পালনে অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। এ অবস্থায় পরীক্ষা বাতিল করে বিকল্প সেট অথবা নতুন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করা হলো। তা ছাড়া অনতিবিলম্বে উপযুক্ত তারিখ ঘোষণা করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার কথা এতে উল্লেখ করা হয়। কমিটি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও পরীক্ষা পরিচালনা কমিটিকে পাঁচ বছরের জন্য বোর্ডের পরীক্ষা কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার সুপারিশও করেছে।

জানা গেছে, গত ২৫ এপ্রিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে এইচএসসির পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্র (তত্ত্বীয়) পরীক্ষায় ৬৬ জন পরীক্ষার্থীকে ২০১১ সালের 'ক' সেট প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু বোর্ডের অধিভুক্ত ১৬২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ২০১৩ সালের 'খ' সেট প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কায়সার আহমেদকে আহ্বায়ক করে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

ওই কমিটি সোমবার বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। কায়সার আহমেদ বলেন, 'আমরা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। সেখানে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করেছি। একই সঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজের অবহেলা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছি।'

বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অলিউর রহমান বলেন, 'তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যদের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমন্বয়হীনতা ছিল। বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় যেভাবে নির্দেশনা দেবে, সে অনুযায়ী কাজ হবে। তদন্ত কমিটি নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে।'

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাসেম মিয়া বলেন, 'আমি পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেও অধ্যক্ষ হিসেবে পরীক্ষা পরিচালনা করিনি। আমার কমিটি পরীক্ষা পরিচালনা করেছে। ওদের দায় এখন আমাকেও নিতে হচ্ছে।'

২৭ এপ্রিল *প্রথম আলোয়* '২০১১ সালের প্রশ্নপত্রে ২০১৩-এর পরীক্ষা' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়।